দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

ঢাবি সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে দাবী

বিডিআর সদরদফতর সরিয়ে পিলখানার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : পিলখানা থেকে বিডিআর সদরদফতর সরিয়ে ওই স্থানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করার দাবী জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ওভারসিস বৃত্তি চালু, আইভি রহমানের নামে ছাত্রী হল প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের বিভিন্ন প্রস্তাবনা পেশ করেছেন সিনেট সদস্যরা। এছাড়া গত সাত বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে

পৃঃ ২ কঃ ২

বিডিআর সদরদফতর সরিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির তদন্ত করে তার রিপোর্ট প্রকাশেরও প্রস্তাব করেন তারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনের শেষদিনে গতকাল (মঙ্গলবার) বক্তারা এসব দাবী তুলেন তারা। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ভিসি প্রফেসর অ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সভাপতিত্ব করেন।

অধিবেশনে সিনেট সদস্য ও এটিএন বাংলার চীফ নিউজ এডিটর (সিএনই) মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ক্যান্টিনগুলোর খাবারের মান খুবই নিম্নমানের। বিভিন্ন সরকার পরিবর্তনের পরও যেভাবে বিটিভির রাত ৮টার খবরের মানের কোন পরিবর্তন হয় না। একইভাবে হলের খাবারের মানের কোন পরিবর্তন আসে না। শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করতে নিরাপত্তা বাহিনীর মত ভর্তুকি মূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ক্যান্টিনগুলোতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার দাবী জানান। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংস্কার করে সেখানে প্রশাসনিক নজরদারি করার প্রস্তাব করেন তিনি।

সিনেট সদস্য প্রফেসর লুৎফর রহমান বলেন, ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল থেকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিতাড়িত হয়। এরপর থেকে তারা ক্যাম্পাসে আসলে তাদের ওপর হামলা করা হচ্ছে। পরীক্ষার হল থেকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি এসবের তদন্ত ও বিচার দাবী করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলো তদন্ত কমিটি হয় এর কোনটিরই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনায় শুধু শুধু তদন্ত কমিটি গঠন না করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ একটি তদন্ত সেল গঠনের দাবী জানান তিনি।

সিনেট সদস্য প্রফেসর আনোয়ার হোসেন বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওভারসিস বৃত্তি ছিল। এর নাম ছিলো 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওভারসিস বৃত্তি।' কেন এটা বন্ধ করা হলো। তিনি এ বৃত্তি পুনরায় চালু করার প্রস্তাব করে বলেন, বঙ্গবন্ধু জীবনের বিনিময়ে এ দেশ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আর তার নামে বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে- এটা মেনে নেয়া যায় না।

প্রফেসর ড. আখতারুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মী থাকা প্রয়োজন। তিনি ক্যাম্পাস পুলিশ গঠনের প্রস্তাব করেন।

বাহলুল মজনুন চুন্নু গত সাত বছরে ঢাবিতে অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা হয়েছে উল্লেখ করে এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানান। এক মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় আরও অংশ নেন সিনেট সদস্য প্রফেসর সমকাল আমিন, প্রফেসর এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, সুভাষ সিংহ রায়, এডভোকেট মোঃ আব্দুল্লাহ, প্রফেসর ড. শাহ আখতার হোসাইন, ড. একেএম গোলাম রব্বানী প্রমুখ।

শেষদিনে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৭’ ৮৪ কোটি টাকার বাজেট পাস করা হয়।